@@@ বাংলা ভাষার উদ্ভবের ইতিহাস আলোচনা করো।

বাংলা ভাষার প্রথম জন্ম হয় আনুঃ ৯০০ খ্রিস্টাব্দে মধ্যে।এই বাংলা ভাষার উৎস বিবর্তন ও বর্তমান প্রতিষ্ঠিত আলোচনা করতে হলে ভাষাতত্ত্বের দীর্ঘ ইতিহাস বেরিয়ে আসে। মধ্যযুগের বাংলা ভাষাকে বলা হতো 'লোক ভাষা','দেশি ভাষা', ইত্যাদি। 'বাংলা' শব্দটি সম্ভবত প্রথম ব্যবহার করেন রাজা রামমোহন রায় 'গৌড়ীয় ব্যাকরন' ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দে। বাংলা ভাষার আদি উৎস হলো ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠী থেকে। সারা পৃথিবী জুড়ে প্রায় চার হাজারের বেশি ভাষা চালু আছে। এই চার হাজার ভাষা বারটি ভাষাবংশের অন্তর্গত। আর তার মধ্যে একটি ভাষা বংশের নাম ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশ।

ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশ থেকে পড়ে আরো ৬ ভাষার উদ্ভব হয়, তাদের একটি নাম ইন্দো-ইরানীয়। আরো পরে ইন্দো-ইরানীয় ভাষা দুটি ভাগে ভাগ হয়ে যায়, একটি ইরানীয় নামে ইরানে চলে যায় তার প্রাচীনতম সাহিত্য কৃতি হলো ' আবেস্তা'। অন্যটি ইন্দো-আর্য নাম নিয়ে ভারতে ঢুকে যায় ভারতে এসে আর্যভাষা হাজার হাজার বছর ধরে বিবর্তনের মধ্য দিয়ে তিনটি স্তরে রূপ লাভ করে। প্রথম স্তর টির নাম প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষা, এর আনুমানিক কালসীমা পনেরশো খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকে ৬০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত ।এর একমাত্র সাহিত্যিক নিদর্শন হলো 'ঋকবেদ'।

দ্বিতীয় স্তরটির নাম মধ্যভারতীয় আর্যভাষা, এর কালসীমা খ্রিস্টপূর্বাব্দ ৬০০-৯০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত।এর সাহিত্যিক নিদর্শন অশোকের শিলালিপি বৌদ্ধ ও জৈন গ্রন্থ ।

তৃতীয় স্তর টির নাম নব্য ভারতীয় আর্য ভাষা, এর কালসীমা আনুমানিক ৯০০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত। এর সাহিত্যিক নিদর্শন হল চর্যাপদ, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ইত্যাদি।

প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষার দুটি রূপ ছিল, একটি সাহিত্যে গ্রুপ অন্যটি কথ্য রূপ। কথ্য ভাষার চারটি ভাগ, যথা- প্রাচ্যা, উদিচ্যা, মধ্য দেশীয় ও দাক্ষিণাত্য। প্রাচ্যার দুটি ভাগ, প্রাচ্যা মধ্য ও প্রাচ্যা।
এই প্রাচ্যা থেকে জন্ম নেয় অপভ্রংশ ব অবহটঠ,আর এই অবহটঠ থেকে জন্ম নেয় বাংলা ভাষা।

এখানে একটা কথা বলা আবশ্যক মধ্যভারতীয় আর্যভাষা যে প্রাকৃতের অন্তর্গত সেই প্রাকৃতের বিভিন্ন শ্রেণীর শেষ স্তরে সেই শ্রেণীর অপভ্রংশ অবহটঠকে কল্পনা করা হয়েছে। কিন্তু এই সবকটির লিখিত নিদর্শন পাওয়া যায়নি।কেবলমাত্র শৌরসেনী অপভ্রংশের সাহিত্যিক নিদর্শন পাওয়া যায় ।আমাদের বাংলা ভাষার উৎস মাগধি অপভ্রংশে ও সাহিত্যিক নিদর্শন পাওয়া যায়নি।এই কারণেই ডক্টর পরেশ চন্দ্র মজুমদার মাগধী অপভ্রংশ অস্তিত্ব সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করে বলেছেন---
" মাগধী অপভ্রংশ থেকে নয়, আদর্শ কথ্য প্রাকৃত থেকে বাংলা ভাষার জন্ম ।"
কিন্তু আদর্শ কথ্য প্রাকৃতের ও কোন সাহিত্যিক প্রমাণ পাওয়া যায়নি। ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, গিয়াশন, প্রমুখ ভাষাবিজ্ঞানীরা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন মাগধি অপভ্রংশ থেকে বাংলা ভাষার জন্ম।।

বাংলা ভাষাকে তিনটি স্তরে ভাগ করা যায়। যথা, ১) প্রাচীন বাংলা -এর কালসীমা-৯০০-১২০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। সাহিত্যিক নিদর্শন হল 'চর্যাপদ'।
২) মধ্য বাংলা- এর সময়কাল- ১৩৫০-১৭৬০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। এই মধ্য বাংলাকে আবার দুটি ভাগে ভাগ করা যায় ,আদি মধ্য ও অন্ত মধ্য।
আদি মধ্য বাংলার কালসীমা হলো ১৩০০-১৫০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। আর অন্ত মধ্য বাংলার কালসীমা হলো ১৫০১-১৭৬০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। এর সাহিত্যিক নিদর্শন বৈষ্ণব পদাবলী ও মঙ্গলকাব্য। ৩) আধুনিক বাংলা-এর কালসীমা ১৭৬১ থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত। এর সাহিত্যিক নিদর্শন হল প্রবন্ধ, উপন্যাস, নাটক, ছোটগল্প, কাব্য, প্রভৃতি।।

PREPARED BY BIBEK MAJI (RANIGANJ GIRLS' COLLEGE)